কুরআন অনুধাবন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	৫
কুরআন অনুধাবন	৬
কুরআন অনুধাবনের মূলনীতি	৭
কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব	৭
কুরআন অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা	৯
(১) আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা	৯
(২) ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া	৯
(৩) আল্লাহভীতি অর্জন	১০
(৪) সার্বিক হেদায়াত লাভ	১১
(৫) কুরআনের স্বাদ আস্বাদন ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ	১১
(৬) আল্লাহ্‌র কিতাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া	১১
(৭) হালাল-হারাম জানা	১২
(৮) ভিতর ও বাইরের রোগ সমূহের আরোগ্য	১৩
অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করার ক্ষতি	১৪
কুরআন অনুধাবনের ফযীলত	১৫
কুরআন অনুধাবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)	১৫
কুরআন অনুধাবনে ছাহাবায়ে কেরাম	১৭
কুরআন অনুধাবনের অর্থ	১৯
কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দানের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী	২০
কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী	২২

Contents

অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর ২২
তাফসীরের সংজ্ঞা ২৩
কুরআন অনুধাবনের শর্তাবলী ২৪
(১) আরবদের বাকরীতি জানা ২৪
(২) আরবদের উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতির জ্ঞান থাকা ২৫
(৪) আল্লাহভীরুতা ২৬
(৪) দ্রুত তাফসীরের সাহস না করা ২৭
(৫) কুরআনের আহকাম নির্দিষ্ট করণে দূরদৃষ্টি ৩০
(৬) নাসেখ-মানসূখের জ্ঞান অর্জন ৩১
তাফসীর ও তাবীল-এর পার্থক্য ৩৫
হাদীছ ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভব নয় ৪০
সুন্নাহ ও অভিধান ৪২
হাদীছের শারঈ মর্যাদা ও তার উদ্দেশ্য ৪৭
দিরায়াত বা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মূলনীতি : ৪৯
কুরআন অনুধাবনের উপায় সমূহ ৪৯
(১) আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা ৪৯
(২) ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবন করা ৫০
(৩) আল্লাহভীরু ও হাদীছপন্থী উস্তাদের নিকট কুরআন শিক্ষা করা ৫১
(৪) দুনিয়াদার আলেম ও মুফাসসির হ'তে বিরত থাকা ৫১
(৫) শব্দের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুযায়ী মর্মার্থ পেশ করা ৫২

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

পবিত্র কুরআন মানব জতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ এলাহী গ্রন্থ। যা সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। মানুষ যতদিন কুরআন অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে, ততদিন তারা সুখে-শান্তিতে থাকবে। আর যখনই এথেকে বিচ্যুত হবে, তখনই তারা অশান্তির অগ্নি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী জীবন পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ছিল, সেই মুসলিম উম্মাহ আজ কুরআন থেকে কার্যতঃ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় চলছে, কিন্তু কোথাও কুরআন গবেষণার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। ফলে জীবনের সামান্য অংশ ব্যতীত মুসলমানের বলতে গেলে সার্বিক জীবনই চলছে নিজেদের মনগড়া বিধান অনুযায়ী। ফলে কুরআন এখন মুমিনদের নিকট বরকত লাভের গ্রন্থ হয়েছে, বিধান গ্রন্থ নয়।

পবিত্র কুরআনের অভ্রান্ত উৎস থেকে শাশ্বত কল্যাণ লাভের জন্য কুরআন অনুধাবনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘কুরআন অনুধাবন’ শিরোনামে সম্মানিত লেখকের বক্ষমান নিবন্ধটি মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০১৬, ২০/১-৩ সংখ্যা ‘দরসে কুরআন’ কলামে প্রকাশিত হয়। যা মাননীয় লেখকের হাতে পরিমার্জন শেষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ’ল।

আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

বিনীত
-প্রকাশক

কুরআন অনুধাবন

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد :

আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ-

অনুবাদ : ‘এটি এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে কুরআন গবেষণা ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই মর্মে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে। যেমন বলা হয়েছে, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا- ‘তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ’লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত’ *(নিসা ৪/৮২)*। যারা কুরআন গবেষণা করেনা, তাদের প্রতি ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন,-أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ‘তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

‘তাদাব্বুর’ অর্থ চিন্তা-গবেষণা। এর বিপরীত হ’ল উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। যে কোন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা মূল জিনিষ। এটা না থাকলে জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের পৃথক কোন মূল্য থাকে না। ‘কুরআন’ আল্লাহ্র কালাম। যিনি জ্ঞানের আধার। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ তিনি বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য তিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাদের বোধগম্য ও সহজবোধ্য ভাষায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করে না। ফলে তারা শয়তানের কুহকে পড়ে প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়। যারা পাঠ করে,

Contents

তারা বুঝে না। আবার যারা শিখে, তারা অনুধাবন করে না। অনেকে উল্টা বুঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ফলে নিজেরা বঞ্চিত হয়। অন্যকেও বঞ্চিত করে।

কুরআন অনুধাবনের মূলনীতি :

কুরআন অনুধাবনের প্রধান মূলনীতি হ'ল, কুরআনের যিনি বাহক, তাঁর বুঝ অনুযায়ী কুরআন অনুধাবন করা। অতঃপর তিনি যাদেরকে কুরআন শুনিয়েছেন ও যাদের নিকট কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন, সেই মহান ছাহাবীগণের বুঝ অনুযায়ী কুরআন অনুধাবন করা। এর বাইরে কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। যেমন এ যুগের জনৈক মুফতী কুরআনের ৮টি আয়াত দিয়ে মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ মীলাদের আবিষ্কারই হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বহু পরে ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে।[১]

কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব :

কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল তাকে বুঝা, অনুধাবন করা ও সে অনুযায়ী কাজ করা। শুধুমাত্র পাঠ করা ও মুখস্থ করা নয়। যদিও তাতে রয়েছে অশেষ নেকী। 'কসাই' বলে খ্যাত ইরাকের শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৪০-৯৫ হি./৬৬১-৭১৪ খৃ.) প্রতি রাতে সিকি কুরআন পড়তেন অর্থাৎ চারদিনে কুরআন খতম করতেন এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রথম কুরআনে নুকতা ও হরকত দেওয়া হয়।[২] অথচ আলেমদের উপর নির্যাতনের জন্য ইতিহাসে তিনি কুখ্যাত। সেকারণ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি./৬৪২-৭২৮ খৃ.) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! কুরআন অনুধাবনের অর্থ কেবল এর হরফগুলি হেফয করা এবং এর হুদূদ বা সীমারেখাগুলি বিনষ্ট করা নয়। যাতে একজন বলবে যে, সমস্ত কুরআন শেষ করেছি। অথচ তার চরিত্রে ও কর্মে কুরআন নেই'।[৩] তিনি বলতেন, 'কুরআন নাযিল হয়েছে তা

১. বাংলায় লিখিত উক্ত বইটি লেখকের নিকট রয়েছে।
২. তাফসীর কুরতুবী, ভূমিকা অংশ ১/১০১।
৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।

Contents

বুঝার জন্য ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। অতএব তোমরা তার তেলাওয়াতকে আমলে পরিণত কর'।[৪]

জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, 'ফজর পর্যন্ত পুরা রাতে সূরা যিলযাল ও ক্বারে'আহ পাঠ করা এবং তার বেশী পাঠ না করা আমার নিকটে অধিক প্রিয়, সারা রাত্রি কুরআন তেলাওয়াতের চাইতে'।[৫] এর দ্বারা তিনি কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খৃ.) বলেন, 'কুরআন অনুধাবন অর্থ আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ অনুধাবন করা, তাঁর বিধান সমূহ জানা, তাঁর উপদেশ সমূহ গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা'।[৬]

সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খৃ.) বলেন, 'কুরআন অনুধাবন করাটাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। কেননা কুরআনই হবে কর্মপদ্ধতির ও আচরণের পথ প্রদর্শক। এর মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে বহু সম্প্রদায়কে উঁচু করেন ও অনেককে নীচু করেন'।[৮] কুরআনের অনুধাবনকারী ও আমলকারীদের পরকালীন উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে নাউওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও তার বাহককে আনা হবে। যারা তার উপর আমল করেছিল। যাদের সম্মুখে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান। সে দু'টি হবে মেঘমালা সদৃশ। যার মধ্যে থাকবে চমক'।[৯]

---

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন (বৈরূত : তাহকীক সহ দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) ১/৪৫০।
৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ (বৈরূত : দারুল কিতাবিল্ ইলমিয়াহ, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আ'যামী, তাবি) ক্রমিক ২৮৭, পৃ. ৯৭।
৬. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী সূরা ছোয়াদ ২৯ আয়াত।
৭. সুয়ূত্বী, আল-ইতক্বান (মিসর : আল-হাইআতুল মিছরিইয়াহ, ১৩৯৪/১৯৭৪) ১/৩৬৮।
৮. মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।
৯. মুসলিম হা/৮০৫; মিশকাত হা/২১২১।

কুরআন অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা

(১) আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া ও সে অনুযায়ী আমল করা :

এটিই হ'ল প্রধান বিষয়। ইহূদী আলেমরা তাওরাত পড়ত ও তার বিপরীত আমল করত। এমনকি তারা শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো। নাছারাগণ একই নীতির অনুসারী ছিল। ফলে উভয় উম্মত মাগযূব (অভিশপ্ত) ও যাল্লীন (পথভ্রষ্ট) হয়ে গেছে।[১০] মুসলিম উম্মাহ্র আলেমরাও যেন সে পথে না যায়। সেজন্য সতর্ক করে আল্লাহ আহলে কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ– 'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা অবশ্যই (শেষনবী মুহাম্মাদের আগমন ও তার উপর ঈমান আনার বিষয়টি) লোকদের নিকট বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। অতঃপর তারা তা পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং গোপন করার বিনিময়ে তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করল। কতই না নিকৃষ্ট তাদের ক্রয়-বিক্রয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৭)*।

(২) ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া :

কুরআন অনুধাবন করে পাঠ করলে পাঠকের ঈমান বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি আয়াত ও সূরা তার মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কারণ এসময় তার চোখ-কান-হৃদয় সবকিছু কুরআনের মধ্যে ডুবে থাকে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ– 'আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যেকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা সুসংবাদ লাভ করেছে' *(তওবাহ ৯/১২৪)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'নিশ্চয়ই

---

১০. তিরমিযী হা/২৯৫৪; তাফসীরুল কুরআন (৩য় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ) পৃ. ৩১-৩৩।

Contents

মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

(৩) আল্লাহভীতি অর্জন :

অনুধাবনের সাথে কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে হৃদয়-মন শিহরিত হয়। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা অবহিত হয়ে ভয়ে অন্তর জগত কেঁপে ওঠে। ফলে পাপ চিন্তা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী (কুরআন) নাযিল করেছেন যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি (কুরআন) হ'ল আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا–وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا– وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا– 'তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'। 'আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়'। 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৭-০৯)*। ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, খুশূ'-